সংবাদ পরিষেবা | ডিসেম্বর ২০২১

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

ছোটোদের পাশে দাঁড়াই

২৭/৩৮

নানা কারণে ‘ছোটো’রা বেজায় মুস্কিলে’। অনেক মাস ধরে করোনো অসুখে লোকজন ঘরের ভিতরে। বাইরে বেরচ্ছে কম। অফিস, কারখানা বন্ধ করে রাখায়, বন্ধ হয়ে থাকায়, কাজে থাকা লোকেদের ছাঁটাই, মাইনে কমিয়ে দেওয়া হয়ে চলেছে। যারা কেনাবেচা করে রোজগার করে তাদের আয় কমে গেছে। নেমে যাচ্ছে।

যারা লরি, বাস, টেম্পো, ট্যাক্সি, রিক্সা, অটো, টোটো চালিয়ে, সারিয়ে টাকা যোগাড় করতো, যাতায়াতের নিয়মকানুন, লোকজন, মালপত্তর চলাচলে নানা বাধা বানানোয় তাদের পাওনা গণ্ডায় হাল খারাপ।

যারা বাইরে, দূরে কাজ করে ঘরে টাকা পাঠিয়ে সংসার চালাতে গিয়েছিল, তারা কাজ হারিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। এসেও কিছু করতে পারেনি। যারা দিন এনে দিন খায়, তাদের দিনের কাজ কমে গেছে। দিন আনা কমে যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে যে কথাটি,তা হলো আয় নেই, আয় কমে যাচ্ছে। আয় না থাকলে খাবার নেই। পরবার কাপড় নেই, ওষুধ নেই, ছোটোদের পড়াতে পাঠানো নেই, আরো বেশ কিছু নেই।

আমরা যারা, যাদের নাম ‘মধ্যবিত্ত’ মাঝারি, যাদের চাকরিটা এখনও রয়েছে, আয়টাও কমেনি, এই ‘মাঝারি’ রা একটু ছোটোদের পাশে দাঁড়াই। ছোটোদের দিকে হাত বাড়াই।

কীভাবে?

পাড়ার সবথেকে ছোটো মুদিখানা থেকে প্রতিদিনের সংসারে লাগা জিনিস কিনি। সবটা কেনা যদি মুশকিল হয়, যতটা পারা যায় ততটাই কিনি।

পাড়ার পাশে ছোটো বাজারটায় গিয়ে ছোটো সবজিওয়ালার কাছ থেকে সবজিটা কিনি। পাড়ায় রাস্তার ধারে বসা মুচির কাছে জুতোটা সারাই, অল্প দামের চটি, জুতো কিনি। খাবারের দরকার পড়লে পাড়ায় থাকা ছোটো খাবার দোকানে যাই। জামা কাপড় সারাতে হলে পাড়ায় একটা সেলাই কল নিয়ে থাকা দর্জির কাছে যাই। এভাবেই পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করতে আসা ঝাড়ুওয়ালা, বালিশওয়ালার কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

কিছু কিছু খারাপ হয়ে গেলে পাড়ার সবথেকে কাছের সারাইওয়লাকে দিয়ে সারিয়ে নেওয়া, ব্যাগ, ছাতা, প্রেসার কুকার, টর্চ, পাকা, আলো, সাইকেল এমন সব টুকিটাকি।

আমার আর উদাহরণ যোগানোর দরকার নেই। আমরা যে কেউ যে কোনও দিন আধঘন্টা হেঁটে নিজের পাড়াটা, পাশের পাড়াটা ঘুরে এসে দেখতে পারো কতো মানুষজন কত কাজে একটু রোজগার করে টিকে থাকার চেষ্টা করে চলেছে। একদিন কাগজ আর কলম নিয়ে বেরলে একটা তালিকা বানিয়ে ফেলতে পারবো।

কেউ এখন প্রশ্ন করতে পারে এমনটা কেন করবে, করতে যাবো। আমার কি দায়। আমার কথা এমন প্রশ্নের উত্তর নিজে খুঁজলে নিজেই পেয়ে যাবো। পারার কথাই।

অল্প কথায় বলা আমার বেঁচে থাকার সাথে জড়িয়ে নেওয়া আমার থেকে যাদের হাল খারাপ তাদের। আমার অল্প আয়ের টাকা দিয়েতো কিছু কিনতেই হচ্ছে। কিছু কাজ করাতে হচ্ছে। সেটা বড়দের না দিয়ে ছোটোদের দিই। আমি বাঁচি ওরাও বাঁচুক।

আমার বাঁচা কিভাবে?
আমার দরকার অল্প জিনিস, অল্প কাজ, অল্প দামে পাওয়া। যারা আমাকে জিনিস দেবে, আমার কাজ করে দেবে, তারা অল্প দামে দেবে। তারা জানে বেশি চাইলে তারা বেচতে পারবে না। কাজ করে দেওয়া পাবে না। আমার যারা এইভাবে ছোটোখাটো অল্প জিনিস বেচে, অল্প কাজ করে টিকে থাকবে, তারাও আবার তাদের মতো লোকদের কাছ থেকে কিনবে। তাদের কাজ করিয়ে নেবে।

এইভাবে একটা 'ছোটোখাটো অর্থনীতি' তৈরি হবে, চলতে থাকবে টিকে থাকবে।

এমন কথা বলা কেন?
এখন ছোটোদের অর্থনীতিতে, আয় করায়, খরচ করায় বড়োরা, বড়ো কোম্পানীরা ঢুকে যাচ্ছে। দখল করে নিচ্ছে, ছোটোদের সরিয়ে দিচ্ছে। বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, দাম কমিয়ে জিনিস বেচার গপ্পো বলা। দুটো জিনিস কিনলে একটা ফ্রি-র লোভ দেখানো।

আমরা 'মাঝারি' রা ওদের দিকে চলে যাচ্ছি।
এবার আমরা একটু সচেতন হই। ছোটোদের পাশে থাকি। অর্থনীতির যেসব হিসেবপত্তর কাগজে বেরচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে বড়োরা আরও বড়ো হয়ে চলেছে। ছোটোরা আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। বড়োদের সাথে ছোটোদের ফারাক বেড়েই চলেছে। এই বিষয়টা শুধুই যে অর্থনীতি দিয়ে বোঝার তা নয়। অর্থনীতির বাইরে গিয়ে সমাজ দিয়ে। রাজনীতি দিয়ে বোঝার।

অর্থনীতির ফারাক থেকেই সামাজিক ফারাক। অর্থনীতির আর সামাজিক ফারাক। রাজনীতির ফারাক। দেশের রাজনীতি থেকে, সমাজ থেকে এইসব অল্প আয়ের, আয় না থাকার মানুষরা মুঝে যাবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তাদের মুঝে দেওয়া হবে।

এই লেখাটা একটা প্রাথমিক খসড়া, নানা মনে উদাহরণ দেওয়ায়, মতামত যোগে লেখাটা বাড়তে থাকুক। যে যার নিজের নিজের এলাকা দিয়ে, নিজেদের চোখে দেখা দিয়ে। মাথার ভাবনা দিয়ে লেখাটাকে এগিয়ে দিক।

লেখাটা সবার লেখা, সবার জন্য সবার লেখা, সবার ভাবার জন্য। সবারই কিছু করার জন্য লেখা হয়ে উঠুক।

শুভেচ্ছা
শুভেন্দু দাশগুপ্ত

ভঙ্গুর উন্নয়নের কারণ
সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট, সাসটেনেবল এগ্রিকালচার জাতীয় কিছু শব্দবন্ধ এখন বেশ পরিচিত। আর তাই পরিচিত হয়েছে সাসটেনেবল শব্দটিও। প্রকৃতি, পরিবেশ, উন্নয়ন বিষয়ক কথাবার্তায় সাধারণত এটি ববহার হয়। কথাটির বাংলা কি তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে, আমার মনে হয়, খুব কাছাকাছি হল টেকসই। অনেকে সুস্থায়ী শব্দটিও ব্যবহার করে।

কিন্তু কেন এই কথাটি নিয়ে এত 'কথা'! কারণ এখনকার কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাস্তু, পরিবেশ, প্রকৃতি সর্বোপরি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ততটা টেকসই নয়, তাই! একথা রাষ্ট্রসংঘও মানে। আর সেজন্যই তারা ২০১৫ সালে ১৭ দফা সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য স্থির করে। ১৯৩টি দেশ এই লক্ষ্যের কাগজে সইও করে। অঙ্গীকার করে ২০৩০-এর মধ্যে তা অর্জন করার জন্য।
এর আগে মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট ডেভলপমেন্ট গোল ২০১৫ সনের মধ্যে অর্জন করার লক্ষ্য স্থির হয়েছিল। সেখানেও সাসটেনেবল বা টেকসই কথাটি বারবার ব্যবহার হত। সেই লক্ষ্যের বেশিরভাগই অর্জন হয়নি। তাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য।

ইংরাজিতে সাসটেনেবল কথাটির বিপরীত শব্দ হল আনসাসটেনেবল। কিন্তু বাংলায় কী হবে, অস্থায়ী? হত পারে। ভঙ্গুরও হতে পারে। তবে যাই বলি না কেন, বর্তমানের ভোগ এবং লোভের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়-প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ, জলবায়ু ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। সব ধরনের বিপর্যয় বাড়ছে।

এই ভঙ্গুরতার মূল চারটি কারণ রয়েছে বলে আমার মনে হয়। আর এই চারটি কারণই সমান গুরুত্বপূর্ণ ! এগুলি হল -

আমরা মাটির গভীর থেকে প্রচুর জ্বালানি, প্রাকৃতিক গ্যাস, নানারকম খনিজ পদার্থ, ভারী ধাতু তুলে নিচ্ছি। আর গুলি জড়ো করছি পৃথিবীর ওপরে। এই 'তোলা'র হার এত বেশি যে প্রকৃতি তা মানিয়ে নিতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত, আমরা এমন সব রাসায়নিক পদাথঁ বা সামগ্রী তৈরি করছি সেগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে জন্মায় না। যেমন প্লাস্টিক, থার্মোকল ইত্যাদি। এগুলি ভাঙতে এবং প্রকতিতে মিশে যেতে, অনেক অনেক বছর সময় লাগে। এছাড়া প্রকৃতিতে রয়েছে কিছু রাসায়নিক, যেমন কার্বন ও নাইট্রোজেন যৌগ, অ্যারোসল ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এইসব যৌগগুলি এত বেশি পরিমাণে তৈরি করছি যা প্রকৃতি ধারণ, গ্রহণ বা শোষণ করতে পারছে না। ফলে সেইসব যৌগ প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে জীবকূলের বেঁচে থাকাই দায় হয়ে পড়ছে। এরকম রাসায়নিকগুলি হল, কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, অ্যারোসল ইত্যাদি।

প্রকৃতিতে নানারকম চক্র চলে। সেই চক্রগুলি মানুষের কাজে বাধা পাচ্ছে। শহর, রাস্তাঘাট, শিল্প ও তার কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বন কেটে নিঃশেষ করে ফেলছি। বনের মধ্যে এবং তাকে নিয়ে যে প্রাকৃতিক চক্র চলে তা জলবায়ু বদল হতে দেয় না। কিন্তু সেই চক্র ব্যাহত হচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই জলবায়ু বদল খুব দ্রুত হচ্ছে। একইভাবে জলের উৎস, জমিসহ সব প্রাকৃতিক সম্পদগুলিই আমরা নষ্ট করে ফেলছি লোভের জন্য। এটি তৃতীয় কারণ।

এই তিনটি প্রাকৃতিক কারণের সঙ্গে রয়েছে একটি সামাজিক কারণ। লোভের সংস্কৃতি, সমাজে এক অভূতপূর্ব বৈষম্য তৈরি করেছে। যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা বেড়াতে চাঁদে যেতে পারবে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থা নেই। নেই শিক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা। তাদের যোগ্যতা সৃজনশীলতার কোনো গুরুত্ব নেই। যেমন কৃষি সংস্কৃতির প্রধান রূপকার চাষিদের হতে থেকেই চাষ চলে গেছে কর্পোরেটের দখলে। ফুল ফেঁপে উঠছে কর্পোরেট। মালিক চাষি চাষ ছেড়ে মজুরে পরিরত হয়েছে। কোনোরকম সুযোগ সুবিধা ছাড়া এদের বেঁচেবর্তে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে। আগে যেমন বলেছি, অস্থায়ী বা ভঙ্গুর উন্নয়ন ব্যবস্থার কারণ এই চারটি। আমার মতে। আপনার মত কী বলে? আসুন আলোচনা শুরু করা যাক। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে।

মিথ্যের চাষ ২৭/১৮

মিথ্যে বলছে সরকার। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের গ্যারান্টি দিতে গেলে সরকারের নাকি ১৭ লাখ কোটি টাকা খরচ হবে। এই ১৭ লাখ কোটি টাকা আসলে সব কৃষি পণ্য, অর্থাৎ চাষ, পশুপালন, মাছচাষসহ সব উৎপাদিত কৃষি সামগ্রীর দাম। কিন্তু সরকার তো মাত্র ২৩টি ফসলের বাজারের দামের সঙ্গে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ফারাক যে দাম, সেই দামটি অতিরিক্ত দেয়। মূলত ১৬টি খাদ্য ফসলের জন্য বর্তমানে সরকারের খরচ হয় ১৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ধান, গম আর ভুট্টা আর তেল বীজ হিসেবে সয়াবিনের জন্যই সবথেকে বেশি খরচ হয়।

কিন্তু ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের গ্যারান্টি আইন হলে সরকারকে কত খরচ হবে জানেন? ৩৬ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। নিচের টেবিলে সেটাই বলা হয়েছে। এই সরকার মিথ্যে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সম্প্রতি শিল্পপ্রতিদের ৪৬

হাজার ঋণ মুকুব করেছে সরকার। আর যে পেশায় ভারতে ৬০ ভাগ লোক নিয়োজিত সেখানে এই সাহায্য দিতে সরকারের আপত্তি!

এমএসপি গ্যারান্টির জন্য সরকারের কত খরচ হবে?
সব ফসলের এমএসপি এবং বাজারদরের আণুমানিক পার্থক্য

ফসল	মোট বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন (লাখ কুইন্ট্যাল)	শেষ বিপণন মরশুমের এমএসপি (খরিফ ২১-২২) রবি ২২-২৩)	এমএসপি'র তুলনায় গড় বাজারদর (শেষ বিপণন মরশুম ২০২১) পার্থক্য +/-, %) (-) ২.৭	মোট মূল্য ঘাটতি (মূল্য ঘাটতি x বাজারযোগ্য উৎপাদন) (কোটি টাকায়)
ধান	১৩,১৪৪	১,৯৪০	(-) ১৮.৯৩ %	৬৮৮৪.৮৩
জোয়ার	১২৩	২,৭৩৮	(-) ২৬.৪ %	৬৩৭,৫১
ভুট্টা	১,৮৮৮	১,৮৭০	(-) ৩.৯ %	৯৩২০.৯৭
তুর	৩৭৮	৬,৩০০	(-) ১০.৮ %	৯২৮.৭৪
মুগ	১৮২	৭,২৭৫	(ঔ) ২.৩০ %	১,৪৩১.৫৪
উরাদ	১৪৮	৬,৩০০	(-) ৮.৪ %	প্রযোজ্য নয়
চীনাবাদাম	৭৮৪	৫,৫৫০	(ঔ) ২.৭০ %	৩,৬৫৫.০০
সয়াবিন	১,২৫৯	৩,৯৫০	(-) ৩৪.২৯ %	প্রযোজ্য নয়
সূর্যমুখী	৮	৬,০১৫	(-) ৫.২ %	১৫৮,৮১
তুলো	৬০৯	৫,৭২৬	(-) ৫.৪ %	১,৮১২.৫৪
গম	৮,০৮০	২,০১৫	(-) ১.৩ %	৮,৭৯২.২৭
বার্লি	১৩০	১,৬৩৫	(-) ৩.৭ %	২৭.৬৩
ছোলা	১,০৯২	৫,২৩০	(ঔ) ১১.৩০ %	২,১১৩.৬৯
মুসুর ডাল	১৩৭	৫,৫০০	(ঔ) ২৮.২০ %	প্রযোজ্য নয়
সরষে	৯২০	৫,০৫০	(-) ১৬.১ %	প্রযোজ্য নয়
কুসুম	৩৯	৫,৪৪১		৩৪১.৬৪

সূত্রঃ ১। উৎপাদন পরিমাণ ঃ Fourth Advance Estimates of Production of Foodgrains for 2020-21, As on : August 2021,
২। বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত অনুপাতঃ Agricultural Statistics at a Glance 2019 (pg. 170-173)
৩। এমএসপি ঃ Kharif Crop KMS2021-22. RABI Crop : KMS2022-23
৪। গড় বাজারদর ঃ CACP Price Policy for Kharif Crop 2021-22 : Paddy - Chart 2.3, Jowar-Chart 4.10: Maize -Chart 2.5, Tur-Chart 2.7, Moong-Chart 2.9, Urad-Chart 2.11, Groundnut-Chart 2.13, Soyabean-Chart 2.15, Sunflower-Chart 4.28, Cotton - Chart 2.27; CACP Price Policy for Rabi Crop 2022-23: Wheat-Chart 2.1, Barley -Chart 2.3, Gram-Chart 2.5, Lentil-Chart 2.7, Mustart-Chart 2.9, Sunflower-Chart 2.11

সারণিটি স্বরাজ ইন্ডিয়া থেকে পাওয়া গেছে